সন্তানহীনতায় প্রাথমিক মতামত

ডাঃ সুপর্ণা ব্যানার্জি

সন্তানহীনতার সমস্যা এখন ক্রমবর্ধমান। এর কারণ খুঁজতে হলে কিছু জিনিস আগে বুঝতে হবে।

অনেক ক্ষেত্রে সমস্যার সূত্রপাত হয় খুব ছোটোবেলা থেকে। এখন দেখা যাচ্ছে যে, খুব ছোটোবেলা থেকেই বাচ্ছাদের লাইফস্টাইল নিয়ে সমস্যা তৈরি হচ্ছে। বাচ্চারা স্মার্ট ফোন ও কম্পিউটার গেমসে অভ্যস্ত। এর ফলস্বরূপ বাইরে গিয়ে দৌড়ঝাঁপ করে খেলা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। স্কুলে খুব পড়ার চাপ, সেই তুলনায় ব্যায়াম বা শরীর চর্চার কোনো গুরুত্ব বাচ্চাদের সেভাবে শেখানো হয় না।

এর সাথে দেখা যায় আজকাল, বেশীরভাগ বাচ্চাই একমাত্র সন্তান তাই তারা যা খেতে চাইছে সেটাই দেওয়া হচ্ছে তাদের এবং কারো সাথে ভাগ করেও খেতে হচ্ছে না। তাই ওবেসিটি বা স্বাভাবিক মেদ জমা এখন খুব স্বাভাবিক। বাচ্চা বয়সেই এই মেদ জমার সূত্রপাত যা পরবর্তী জীবনে নানা শারীরিক সমস্যা ডেকে আনছে।

মেয়েদের অনিয়মিত মাসিক এবং মাসিকের সময় বেশী রক্তক্ষরণ এইসব সমস্যার সাথে বন্ধ্যাত্ব অনেকটাই জড়িয়ে গেছে। তাই যাদের ঋতুস্রাব নিয়মিত এবং স্বাভাবিকভাবে হয় না তাদের অপেক্ষা না করে স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

সঠিক সময়ে চিকিৎসা শুরু করতে পারলে সহজে সমাধান করা যায় যেকোনো সমস্যার। বন্ধ্যাত্ব বিশেষজ্ঞ হিসাবে আমি অনেক রোগিনীকে পাই, যারা তাদের বহু পুরোনো সমস্যা থাকলেও সে সম্বন্ধে ঠিকভাবে অবগত নন। ফলে ভুল খাদ্য তালিকা বা ভুল জীবনযাত্রা তারা পালন করতেই থাকেন। কিন্তু যখন তাদের আমি বোঝাই যে এর ফলে তার কি কি ক্ষতি হতে পারে তারা তখন বেশীরভাগই সেটা বুঝে সেইমত সংশোধনের চেষ্টা করেন।

বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসায় আর একটা কথা না বলে পারছি না যে এখানে সমস্যা নারী ও পুরুষ দুজনেরই হতে পারে। তাই একসাথে দুজনেরই ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত। একজনের সমস্যা থাকলে এটা ভেবে নেবার কোনো কারণ নেই যে অন্যজনের সব ঠিকই থাকবে।

একটা উদাহরণ দিচ্ছি, আমার কাছে এক দম্পতি আসেন বন্ধ্যাত্বের সমস্যা নিয়ে। পুরুষটি জানতেন তাঁর সমস্যা আছে। শুক্রাণুর অভাব বা Azoospermia, তাই তিনি টেস্ট টিউব বেবি নেবেন ঠিক করেন (IVF/ TESA / ICSI), স্ত্রী বয়স মাত্র চব্বিশ বছর, মাসিকের অল্প অনিয়মিত ছাড়া আর কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু আমি যখন তাকে TVS বা যোনিপথে আল্ট্রাসাউন্ড টেস্ট করে দেখি যে তাঁর জরায়ুতে জন্মগত ত্রুটি (বাইকরনুয়েট ইউটেরাস) আছে এবং একটি টিউমারও আছে। তাহলে এখন সমস্যাটা আরও জটিল হয়ে গেল। পুরো মাসের সুস্থ বাচ্চা বেড়ে ওঠার মতো জরায়ুর অবস্থাই ছিল না।

কিন্তু তাঁরা জবরদস্তি করে বাচ্চা নিতে চাইলেন। বোঝানো সত্ত্বেও সারোগেসিতে রাজি হলেন না। জরায়ু ফেটে যেতে পারে তা জেনেও নিজেই বাচ্চা বহন করতে চাইলেন। এরফলে তাঁকে একটি সুযোগ দেবার জন্য IVF করে একটি মাত্র ভ্রূণ প্রতিস্থাপন করা হল এবং তিনি গর্ভবতীও হলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি বেশীদিন এই গর্ভধারণ করতে পারলেন না। তাঁর জরায়ু ফেটে যাবার সম্ভাবনা তৈরি হওয়ায় শল্য চিকিৎসায় সেই প্রেগন্যান্সি Terminate বা বার করে দিতে হল। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে নিয়ে চিকিৎসা করবেন শুধুমাত্র আবেগের ভরসায় চিকিৎসার সিদ্ধান্ত নেবেন না।